১৩৫তম বন্দর দিবস-২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ আয়োজনে: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

২৫ এপ্রিল ২০২২ ■ সোমবার ■ ১২ বৈশাখ, ১৪২৯

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শুধু ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, এ অঞ্চলের সভ্যতার ক্রমবিকাশে এ বন্দরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায়ও চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বন্দরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল ও বে-টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

করোনা মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যাবসাবাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে আসে। এ সময় বিশ্বের ব্যস্ত বন্দরগুলোর কার্যক্রম যেখানে স্থবির হয়ে পড়েছিল, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দর একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। ফলে সচল থেকেছে দেশের অর্থনীতির চাকা, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে সরকার ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এ অর্জনের পিছনে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান অনস্বীকার্য। আমি আশা করি, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আগামীতেও চট্টগ্রাম বন্দরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

আমি চট্টগ্রাম বন্দর দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ এপ্রিল, ২০২২ চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩৫তম বন্দর দিবস উপলক্ষ্যে বন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রম দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দিবসটি উদ্‌যাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বর্ণদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর। জাতীয় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মেরুদন্ড হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম বন্দর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। চট্টগ্রাম বন্দর শুধু একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয় মূলতঃ এটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে এক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছে। দ্রুত ও অধিকতর নিরাপদে মালামাল পরিবহণের লক্ষ্যে বিশ্বের নৌ-বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত যে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে এর সাথে সংগতি রেখে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি বিশ্ব মানের বন্দর হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমন্বিত পোর্ট কমিউনিকেশন সিস্টেম, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অভ থিংস ব্যবহার করায় পণ্য বা জাহাজ সম্পর্কে রিয়েল টাইম ডেটা পাচ্ছেন বন্দর স্টেকহোল্ডারগণ। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বন্দর ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসায় বর্তমানে জাহাজ জট, জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কমে শুন্যের কোটায় চলে এসেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের পথে বিগত প্রায় এক দশকে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। এদেশের অবকাঠামো, বিশেষত জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ডজনখানেক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে সরকার। সারা দেশে গড়ে তোলা হচ্ছে শতাধিক ইজেড-এসইজেড-ইপিজেড।

বাংলাদেশের জিডিপির দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলছে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবৃদ্ধি। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় চাহিদার চেয়ে অধিক সুবিধা সম্বলিত বন্দর স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বে-টার্মিনাল এবং পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ টার্মিনালগুলো চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরে ৫০টির অধিক জাহাজ একসাথে ভিড়তে পারবে। কর্ণফুলি নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে সদরঘাট থেকে কর্ণফুলি ব্রিজ পর্যন্ত ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। উপরন্তু বন্দর সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য আরো বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; যা বন্দরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের পোর্ট লিমিট বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দর আরো বেশি এলাকায় সেবা দিতে পারবে এবং বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আরো বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি আশা করি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বন্দরের দক্ষতা ও সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্দর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দিন বদলের অভিযাত্রায় আমি চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩৫তম বন্দর দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি

বাণী

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বর্ণদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'র ১৩৫তম বন্দর দিবস উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২১ সালে সার্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৩%। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দর দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয় চাহিদার পাশাপাশি বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার অঞ্চলের বাণিজ্য সুবিধা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিবাহিত হয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে বন্দরের সেবা ও দক্ষতার মান বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তির সংযোজন ও নতুন নতুন ইয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে কনটেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও দ্রুত ও অধিকতর নিরাপদে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া বে-টার্মিনাল ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রক্রিয়াও চলমান। ডিজিটাল দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই অগ্রগতির গর্বিত অংশীদার চট্টগ্রাম বন্দর। শতভাগ অটোমেশনের উদ্দেশ্যে ৫০টি মডিউল বাস্তবায়নে কাজ করছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ওয়ান স্টপ সার্ভিসে বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায় সকল সেবা পাচ্ছেন। সম্প্রতি স্বয়ংক্রিয় ডেলিভারি পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যছাড়ে ইলেকট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার (ইডিও) পদ্ধতি চালু হয়েছে। M/S Computer Network Systems LTD এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় অতি শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক মানের Paperless প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। ব্লকচেইন ও ইন্টারনেট অভ থিংস ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সর্বাধুনিক টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম এবং সমন্বিত পোর্ট কমিউনিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এভাবে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ১৩৫তম বন্দর দিবস উদ্‌যাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কেন্দ্রে
বদলে যাওয়া চট্টগ্রাম বন্দর

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের মোট সমুদ্রবাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয় এই বন্দর দিয়ে। সুতরাং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের গতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আজ ১৩৫তম বন্দর দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সেই কাজটি বেশ দক্ষতার সাথেই পালন করে চলেছে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বন্দর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

আদর্শ বন্দর: করোনার ক্রান্তিকালে বিশ্বের বিখ্যাত বন্দরগুলোকে জাহাজ জটে নাকাল হতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলোয় ৩০ থেকে ৩৫ দিন জাহাজ জট ছিল। এশিয়ার প্রায় সব বন্দরে জট ছিল ৮ থেকে ১০ দিন। তবে করোনাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারবাহী জাহাজ একদিনের মধ্যেই (অন অ্যারাইভাল) বার্থিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা প্রায় ৪৮ শতাংশ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অন অ্যারাইভাল বার্থ পেয়েছে। বাকি জাহাজগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে জোয়ারের সময়ে আসতে না পারায় একদিন বিলম্ব হয়।

জাহাজ জটের কারণে আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রায় সব বন্দরের ওপর শিপিং এজেন্টরা প্রতি ২০ ফুট কনটেইনারে ২০০-৩০০ ডলার এবং প্রতি ৪০ ফুট কনটেইনারে ৩০০-৫০০ ডলার সারচার্জ আরোপ করে। যেহেতু চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো জট ছিল না, তাই এই বন্দর সারচার্জ মুক্ত থাকে। এতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রায় সাশ্রয় হয় প্রায় ৯৬ কোটি ডলার।

হ্যান্ডলিংয়ে প্রবৃদ্ধি: অতিমারির পুরো সময় জুড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২৪/৭ অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। ফলে বিগত অর্থবছরে (২০২০-২০২১) চট্টগ্রাম বন্দর কনটেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের তিনটি সূচকেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২৮ লাখ টিইইউস কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চট্টগ্রাম বন্দর হ্যান্ডল করেছে ৩২ লাখ ১৫ হাজার টিইইউস কনটেইনার। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের ৯ কোটি টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে ১১ কোটি ৬৬ লাখ মেট্রিক টন কার্গো। জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে না থাকলেও আগের বছরের পরিসংখ্যানকে টপকে ৪ হাজার ২০৯টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে চট্টগ্রাম বন্দর।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: ক্রমউন্নয়নশীল দেশের বর্ধিত চাহিদার কথা বিবেচনা করে গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৫০টি কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। এর মধ্যে ১০টি শিপ-টু-শোর কি গ্যান্ট্রি ক্রেন রয়েছে। বন্দরের ইয়ার্ডে কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৩৭ হাজার টিইইউস থেকে বাড়িয়ে প্রায় ৫৫ হাজার টিইইউস করা হয়েছে। বন্দরের জন্য টাগবোট, হারবার টাগবোট ও দুটি মুরিং লঞ্চ কেনা হয়েছে গত বছর। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালে (আইসিডি) বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে নানাবিধ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে কর্ণফুলী নদীর ড্রাফট ৯ দশমিক ১৪ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৯ দশমিক ৫ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষের হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বেড়েছে।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল ও সার্ভিস জেটি: চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান সক্ষমতা বাড়াতে পতেঙ্গায় নির্মাণ করা হচ্ছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি)। বন্দরের নিজস্ব তহবিলের প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনটি কনটেইনার জেটি ও একটি তেল খালাসের ডলফিন জেটি তৈরি হচ্ছে প্রকল্প এলাকায়।

বন্দরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাপোর্ট ভেসেলের একটি পরিপূর্ণ ফ্লিট রয়েছে। এই ফ্লিটের জাহাজগুলোর নিরাপদ বার্থিংয়ের জন্য ১নং জেটির উজানে ২২০ মিটার দীর্ঘ সার্ভিস জেটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে।

বে-টার্মিনাল: সরকারের রূপকল্প-২০৪১-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৬/৭ কিলোমিটার দূরত্বে বে টার্মিনাল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০৪১ সালের হ্যান্ডলিং চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে বন্দরের সক্ষমতা ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রভাবক হতে যাচ্ছে বে টার্মিনাল। কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে নির্মিতব্য এই টার্মিনালে থাকছে তিনটি টার্মিনাল। বৈরী আবহাওয়া ও সমুদ্রের সরাসরি ঢেউ থেকে বে টার্মিনালকে রক্ষা করতে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রেক ওয়াটার নির্মিত হবে। এর পরিধি হবে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় পাঁচগুণ। অন্তত ২৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১২ মিটার ড্রাফটের ৪-৫ হাজার টিইইউ কনটেইনার জাহাজ এখানে ভিড়তে পারবে। বে টার্মিনালের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করতে আনুমানিক আরো তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে। পূর্ণ অপারেশনাল হলে এ টার্মিনালের মাধ্যমে বাল্ক ও লিকুইড পণ্যের পাশাপাশি প্রায় ৮০ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে, যা ২০৪১ সালে দেশের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর: কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে শুরু হয়েছে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দরের নির্মাণকাজ। আশা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে এবং সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মান মাতারবাড়ি মাল্টি-পারপাস টার্মিনালটি চালু হয়ে যাবে। তখন ১৬ মিটার বা তার বেশি গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর চালু হলে চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দর একে সাব-রিজিওনাল হাব পোর্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। কেবল তাই নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতা বন্দর, হলদিয়া, বিশাখাপত্তনম, কাঁকিনাড়া ও আন্দামান-নিকোবরের অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর বেল্টের অন্য বন্দরগুলোও এটি ব্যবহার করতে পারবে। সব মিলিয়ে বন্দরটি হবে এই অঞ্চলের কমার্শিয়াল হাব।

ক্রুজ টার্মিনাল: দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাথে আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কর্ণফুলী নদীর সুবিধাজনক স্থানে একটি ক্রুজ টার্মিনাল নির্মানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। কর্ণফুলীর মোহনায় ২০০ মিটার বা ততোধিক দৈর্ঘ্যের ক্রুজ শিপ ভেড়ানোর জন্য পর্যটকদের জন্য আবশ্যক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক ক্রুজ টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

ইউরোপে সরাসরি কনটেইনার সার্ভিস: সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। ফলে সমুদ্র পরিবহণ খাতে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। ডিরেক্ট রুটটি চালু হওয়ার ফলে মাত্র ১৬ দিনের মধ্যে ইউরোপে পণ্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এতে যে কেবল সময়ের সাশ্রয় হবে তা নয়, বরং পণ্য পাঠানোর খরচ অন্তত ৪০ শতাংশ কমে যাওয়ায় তৈরি পোশাক খাতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ভালো অবস্থানে চলে আসবে বাংলাদেশ। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্ট চালু হওয়ায় পণ্য হ্যান্ডলিং বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শতভাগ অটোমেশন ও স্বচ্ছতা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ৫০টি মডিউল তৈরি করে সকল স্টেকহোল্ডারদের একই উইন্ডোতে নিয়ে এসে শতভাগ ডিজিটালাইজ করার কাজ চলছে। ই-জিপির মাধ্যমে বন্দরের ঠিকাদাররা তাদের টেন্ডার জমা দিচ্ছেন ও বন্দরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিসে বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায় সব সেবা পাচ্ছেন। গত বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অনলাইন ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) পদ্ধতি চালু হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ব্লু ইকোনমির সুবিশাল কর্মযজ্ঞকে সহায়তার জন্য কয়েকটি বিশেষায়িত জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রতি 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল ২০২২' মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এই বিলে বন্দর এলাকায় দূষণে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বন্দর এলাকায় একটি আধুনিক মেরিটাইম জাদুঘর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বন্দরের গৌরবময় অপারেশন জ্যাকপট ও শতাধিক বীর শহিদের স্মৃতি রক্ষায় মনুমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। বন্দরের সব শ্রেণির কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের জন্য ২০২০ সালে ৫০ শয্যার বিশেষায়িত কোভিড ইউনিট চালু হয়েছে বন্দর হাসপাতালে। বন্দর এলাকায় বসবাসরত সবার জন্য পূর্ণ ডোজ কোভিড-১৯-এর টিকা নিশ্চিত করা হয়েছে বন্দর হাসপাতালের পক্ষ থেকে।

উপসংহার: সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে পরিকল্পনা কমিশন বলেছে, এ পাঁচ বছরে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে লাভজনক সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সুচারুভাবে পূরণ করেছে। কোথাও কোথাও লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

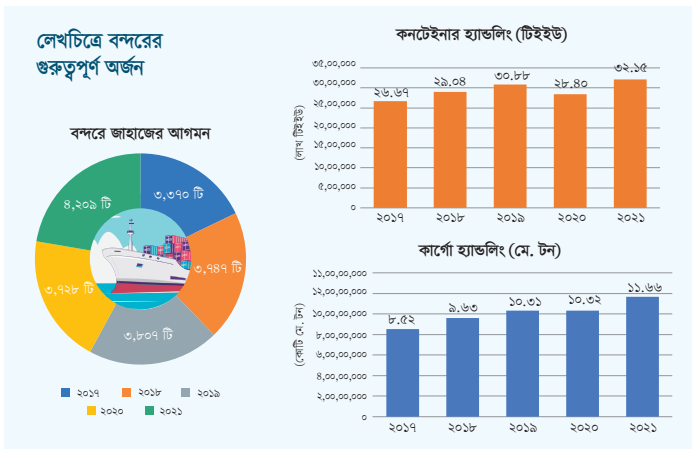

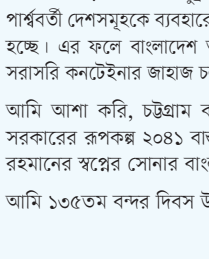

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্দর দিবস উপলক্ষ্যে আমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্প্রতি জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের এ অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হচ্ছে আমদানি-রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সমুদ্র বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত দেশ হয়ে ওঠার পথে এ যাত্রাকে আরও গতিশীল করতে আমরা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। ৪০ বিলিয়ন ডলারের এসব অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৬.১৬ কিলোমিটার পদ্মাসেতু নির্মাণ, ২.৪ গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়িতে কয়লা চালিত বৃহদাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদের আমদানির আয়তনও বেড়েছে বহুগুণে। আমদানিকৃত এসব পণ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করা এবং সেগুলো যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে চট্টগ্রাম বন্দর।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দরের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আওয়ামী লীগ সরকার এ বন্দরকে একটি বিশ্বমানের বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বয়ংক্রিয় কনটেইনার অপারেশন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সিটিএমএস এবং বন্দরে নিরাপদে জাহাজ যাতায়াত ও বহিঃনোঙ্গরে অবস্থানকালীন জাহাজসমূহকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য আধুনিক ভিটিএমআইএস চালু রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল হিসেবে কোভিড-১৯ এর মতো ভয়াবহ অতিমারির মধ্যেও যুগোপযোগী ডিজিটালাইজেশন এবং দক্ষ জনবলকে কাজে লাগিয়ে ২৪/৭ অপারেশনাল ছিল চট্টগ্রাম বন্দর। সেই সাথে বে-টার্মিনাল ও মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এ বন্দরের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহকে ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের জন্য এটিকে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয় বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও লাভবান হবে। ইতিমধ্যে ইউরোপের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এতে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

আমি আশা করি, চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন এবং সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তু